ঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর জিলা স্কুলের জমি উদ্ধারে

প্রধান শিক্ষক

জনাব মনি মোহন বিশ্বাস এর অবদান

ঐতিহ্যবাহী ফরিদপুর জিলা স্কুলটি ১৮৪০ সালে স্থাপিত। স্কুলটি ১০.০৭ একর জমির উপর অবস্থিত । কিন্তু গত বিএস জরিপ করার সময় এস এ ও আর এস রেকর্ডে যে পরিমান জমি ১০.০৭ একর ছিল তার পরিবর্তে রেকর্ড হয় মাত্র ৮.৩৯ একর। মূল জমি হইতে ১.৬৮ একর জমি কম রেকর্ড হয় । বি এস জরিপে যে পরিমান জমি রেকর্ড হয় গণপূর্ত বিভাগ সেই পরিমান জমির খাজনা পরিশোধ করিয়াছিল। পরবর্তীতে গণপূর্ত বিভাগ জমির খাজনা না দিয়া স্ব স্ব প্রতিষ্ঠান প্রধানদের খাজনা পরিশোধ করতে বলেন । খাজনা পরিশোধ করিতে গিয়ে লক্ষ্য করা যায় এস এ ও আর এস রেকর্ডে যে পরিমান জমি ছিল তার চেয়ে ১.৬৮ একর জমি বি এস জরিপে কম রেকর্ড হইয়াছে । উক্ত জমি ফরিদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের নামে রেকর্ড হয় । বিষয়টির উপর আলোচনা করার জন্য বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এক সাধারন সভার আয়োজন করেন। সভায় জমি উদ্ধারের জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং সভার সিদ্ধান্ত বিদ্যালয়ের সভাপতি জেলা প্রশাসক,ফরিদপুর মহোদয়কে জানানো হলে তিনি ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল আদালতে রের্ক্ড সংশোধনের জন্য মামলা দায়ের করিতে বলেন এবং এ ব্যাপারে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন । এরপর মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকার অনুমতিক্রমে গত ২৭/০৮/২০১৭ ইং সালে ফরিদপুর বিজ্ঞ ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইবুনাল (এল এস টি) ৬৪৫/১৭ নং মামলা দায়ের করা হয়। মামলাটি পরিচালনা করার জন্য প্রধান শিক্ষক , সহকারী প্রধান শিক্ষক (দিবা) জনাব নাসিমা বেগম,সহকারী প্রধান শিক্ষক (প্রভাতী) জনাব চন্দ্র শেখর দাস এবং সহকারী শিক্ষক জনাব মোঃ হাফিজুর রহমানকে দায়িত্ব অর্পন করেন। প্রায় ২ বছর মামলা চলার পর গত ১৭/০১/২০১৯ ইং তারিখে ফরিদপুর জিলা স্কুলের পক্ষে রায় প্রদান করেন। রায়ের পর প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়ের এক সাধারন সভার আয়োজন করিয়া মামলা পরিচালনায় সহযোগিতার জন্য সকল শিক্ষক ও কর্মচারীবৃন্দকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।